ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মহিলার সাজ-সজ্জা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

চোখ ও তার প্রসাধন

মহিলার উচিত, প্রত্যেক হারাম জিনিস দেখা হতে চক্ষুকে অবনত ও সংযত করা। চোখের চাহনিকে বোরকার পর্দায় গোপন করা, আঁখির বাঁকা ছুরিকে কোন পরপুরুষের গলায় চালানো থেকে বিরত থাকা। চোখ ঠারা, চোখ মারা ও চোখের অবৈধ ইশারা থেকে দূরে থাকা। চোখের ব্যভিচার থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকা।

সুর্মা সুরমার চোখে মনোরমা লাগে এবং তা ব্যবহার সুন্নাত। কাজলে চোখের কোন ক্ষতি না থাকলে তা ব্যবহার বৈধ, নচেৎ না। পলকের পালিশ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই বিধান। জেনে রাখা দরকার যে, ঐ সকল রঙ এমন কেমিক্যাল (রাসায়নিক পদার্থ) দিয়ে তৈরী থাকে যে, তা ব্যবহার করলে চোখের নানা রোগ দেখা দিতে পারে। এই জন্যই মহিলাদের উচিত, এমন পেন্ট্ লাগিয়ে সঙ বা হিরোইন সাজার চেষ্টা না করা।

চোখের পাতার উপর প্রকৃতিগতভাবে যে লোম থাকে, মহিলাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সুনয়না সাজার জন্য নকল লোম ব্যবহার তার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তা নকল চুল (পরচুলা) ব্যবহার করারই অনুরূপ।

চিকিৎসার খাতিরে কন্ট্যাক্ট লেন্স্ (নেত্রপল্লবের ভিতরে স্থাপিত প্লাস্টিক-নির্মিত পরকলা) ব্যবহার বৈধ। কিন্তু সুন্দরী সাজার জন্য বিভিন্ন রঙের কসমেটিক লেন্স্ ব্যবহার বৈধ নয়।

চোখে চশমা যদি প্রয়োজনে হয়, তাহলে অবৈধ নয়। কিন্তু গগলস লাগিয়ে মস্তান সাজা কোন দ্বীনদার মহিলার কাজ নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7877

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন